দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ১৩ OCT 1995
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

23

শিক্ষক স্বল্পতা ॥ আসবাবপত্রের সঙ্কট

গোপালগঞ্জ ও খাগড়াছড়িতে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাহত

গোপালগঞ্জ ও খাগড়াছড়ি জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা দারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে চেয়ার, বেঞ্চ ও টেবিলের অভাব রয়েছে। শিক্ষক স্বল্পতা ও শিক্ষা উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় লেখাপড়া ব্যাহত হচ্ছে। অসংখ্য ভবন জরাজীর্ণ। বৃষ্টি হলেই স্কুল ছুটি দিতে হয়। অনেক স্কুলে বেড়া নেই। বিদ্যালয় গমনোপযোগী অসংখ্য ছেলেমেয়ে স্কুলে আসে না। খবর নিজস্ব সংবাদদাতাদ্বয়ের পাঠানো।

গোপালগঞ্জ

বিদ্যালয় ভবনসমূহ সংস্কার, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র– চেয়ার, বেঞ্চ, টেবিল, শিক্ষা উপকরণ ও শিক্ষকের অভাবে গোপালগঞ্জ জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। ১২ লক্ষাধিক অধিবাসীর এ জেলায় মোট প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ৬শ' ৩৯টি। এর মধ্যে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫শ' ১৮টি এবং বেসরকারী রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা হচ্ছে ১শ' ২১টি। এর মধ্যে শতকরা ৭৫ ভাগ বিদ্যালয়েরই ভবন কাঁচা। বেশিরভাগ বিদ্যালয় ভবন দীর্ঘদিন ধরে সংস্কার করা হচ্ছে না। বেড়া ও ছাউনি জরাজীর্ণ। বৃষ্টি হলেই অনেক বিদ্যালয়েরই চাল দিয়ে পানি পড়ে। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে চেয়ার, বেঞ্চ, টেবিল, ব্লাকবোর্ড নেই। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে চেয়ার, বেঞ্চ-এর অভাবে এবং ক্লাস রুম না থাকার কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের খোলা আকাশের নিচে ক্লাস করতে হচ্ছে। পায়খানা-প্রস্রাবখানা নেই। নেই পানীয় জলের সুব্যবস্থা। শিক্ষকেরও অভাব রয়েছে। বেশকিছু প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকের পদ খালি পড়ে আছে।

অন্যদিকে আর্থিক অসচ্ছলতা, যথাযথ উদ্বুদ্ধকরণের অভাব, অনুন্নত যাতায়াত ব্যবস্থা প্রভৃতি কারণে জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের সূত্র মতে, গোপালগঞ্জে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ছেলেমেয়ে রয়েছে ১ লাখ ৮৬ হাজার ৮শ' ৫৯ জন।

কিন্তু এর মধ্যে ১২ হাজারেরও অধিক ছেলেমেয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাচ্ছে না। তবে জেলার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের যে পরিসংখ্যান মিলেছে, তার একটি বড় অংশই হচ্ছে কাগজে-কলমে। বিদ্যালয়ের খাতাপত্রে ভর্তির তালিকাভুক্ত হিসাব দেখানো হলেও প্রকৃত চিত্রে বিদ্যালয়সমূহে ছাত্রছাত্রীর হাজিরা সংখ্যা আরও অনেক কম। বেসরকারী হিসাবে জেলায় কমপক্ষে ৪০ হাজার বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ছেলেমেয়ে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

খাগড়াছড়ি

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়ন না হওয়ায় খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার ১৪ হাজার ২শ' ৭৫ জন বিদ্যালয় গমনোপযোগী ছেলেমেয়ে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। জেলার সর্বমোট বিদ্যালয় গমনোপযোগী ৬০ হাজার ৭শ' ২২ জন ছেলেমেয়ের মধ্যে বর্তমানে ৪৬ হাজার ৪শ' ৪৬ জন ছেলেমেয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে অধ্যয়ন করছে।

জানা যায়, শিক্ষক স্বল্পতা, স্কুল ভবনের জরাজীর্ণ অবস্থা, শিক্ষা উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি, চেয়ার-বেঞ্চের অভাবে জেলার বিভিন্নস্থানে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম দারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। এদিকে অভিভাবকরা অভাব-অনটনের কারণে তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে পারছেন না। ফলে অসংখ্য শিশু প্রাথমিক শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

খাগড়াছড়ি জেলার ৮টি থানার মধ্যে একটি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, সদর থানায় বিদ্যালয় গমনোপযোগী ছেলেমেয়ের সংখ্যা ৯ হাজার ৮শ' ৫১ জন। এর মধ্যে ৭ হাজার ৯শ' ১১ জন ছেলেমেয়ে অধ্যয়নরত।

অভাব ও শিক্ষা বিমুখতার কারণে বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ছেলেমেয়েদের অভিভাবকরা তাদের সন্তান-সন্ততিদের উপার্জনের কাজে নিয়োজিত রেখেছে।

এদিকে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে দেখা গেছে ছাত্রছাত্রীদের প্রতি শিক্ষকদের চরম অমনোযোগ এবং কর্তব্যকর্মে প্রচণ্ড অবহেলা। বহু বিদ্যালয় মাসের অধিকাংশ দিনই বন্ধ থাকে। কোনটি যদি খোলে তবে ক্লাসে শিক্ষক থাকে না।

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় প্রাথমিক শিক্ষার এই বেহাল অবস্থার কারণে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাও হুমকির সম্মুখীন। তাই জেলাবাসী শিক্ষা ক্ষেত্রে এ চরম হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতির আশু অবসান কামনা করছে।